দৈনিক ইনকিলাব

069

তারিখ 05 JUL 1987
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

খসড়া বিস্ফোরক(সংশোধন) অধ্যাদেশ '৮৭ প্রস্তুত

ক্যাম্পাসের চারপাশে উঁচু দেয়াল হবে
বোমাবাজির জন্য ১০ বছর কারাদণ্ড

॥ সাইফুল আলম ॥

বিশ্ববিদ্যালয় সংক্রান্ত বিশেষ সংসদীয় কমিটির সদস্যরা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকা ও ছাত্রাবাসসমূহে বহিরাগত অছাত্রদের প্রবেশ সম্পূর্ণ বন্ধ করার জন্য ক্যাম্পাসের চারদিকে দেয়াল উঠানোর চিন্তা-ভাবনা করছেন। এ ক্ষেত্রে বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ ও বের হওয়ার জন্য শুধু দু'টি প্রধান ফটক থাকবে। প্রত্যেক ফটকে থাকবে পর্যাপ্ত পুলিশ পাহারা।

সূত্র মতে, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং ছাত্রাবাসসমূহে বহিরাগত অছাত্রদের প্রবেশ এবং বসবাস বন্ধ করার পন্থা নির্ধারণে বিশেষ সংসদীয় কমিটির অনেক সদস্য মনে করেন, বর্তমানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সবদিক দিয়েই খোলা। যার ফলে সেখানে বহিরাগত দুষ্কৃতকারী ও বিভিন্ন ধরনের লোকজনের অবাধ বিচরণ। পৃথিবীর কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে এ ধরনের পরিস্থিতি নেই। আইন-শৃংখলা অবনতির জন্য এ ধরনের অবস্থা মারাত্মকভাবে দায়ী।

শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও ছাত্রাবাসসমূহে বহিরাগতদের প্রবেশ রোধে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রত্যেক ছাত্র-ছাত্রী,

শেষ পৃঃ ৩-এর কঃ দেখুন

প্রথম পৃষ্ঠার পর

শিক্ষক ও কর্মচারীদের বিশেষ পরিচয়পত্র প্রদানের চিন্তা-ভাবনা করা হচ্ছে। এ ক্ষেত্রে এ ধরনের কার্ড স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সহযোগিতায় চালু হতে পারে বলে তারা চিন্তা করছেন। সদস্যরা মনে করেন, ক্যাম্পাস এলাকায় প্রবেশের সময় এই কার্ড প্রদর্শন করতে হবে।

বহিরাগতদের অনুপ্রবেশ রোধে আরও যেসব ব্যবস্থা গ্রহণের চিন্তা-ভাবনা চলছে তা হলো— বিভিন্ন হলের গেটে পুলিশী পাহারা প্রবর্তন। ছাত্র-ছাত্রীদের হলে প্রবেশের সময়সীমা বেঁধে দিয়ে তা কড়াকড়িভাবে বলবৎ করা। এ ক্ষেত্রে হল কর্তৃপক্ষ নিয়ম ভঙ্গকারী ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

সংসদীয় কমিটির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট একটি সূত্র জানান, কমিটি ১৯৭৩ সনের অধ্যাদেশের আওতায় রুলস এণ্ড রেগুলেশনসের প্রয়োজনীয় সংশোধনী আনবে এবং তা সঠিকভাবে বাস্তবায়নের উপর জোর দেবে।

অস্ত্র ও বিস্ফোরক আইনের সংশোধন

বিশ্ববিদ্যালয় সংক্রান্ত বিশেষ সংসদীয় কমিটি বোমা, বিস্ফোরক দ্রব্য এবং অস্ত্র আইনে প্রয়োজনীয় সংশোধনীর চিন্তা-ভাবনা করছেন।

সূত্রে জানা গেছে, সংসদীয় কমিটি 'অস্ত্র আইন ১৮৭৮' সংশোধন করে একটি নতুন সংশোধনী বিল জাতীয় সংসদে উপস্থাপনের কথা ভাবছেন।

কমিটি বিস্ফোরক আইন ১৯৮৪'র ৫ (৩) ধারায় যে সব সংশোধনী আনার প্রস্তাব করেছে সেগুলো হলো— (ক) বেআইনীভাবে বিস্ফোরক প্রস্তুত, ব্যবহার ও আমদানীর জন্য বর্তমানে এক বছরের স্থলে সর্বোচ্চ ১০ বছর এবং সর্বনিম্ন ২ বছর কারাদণ্ড হবে। এছাড়া ৫০ হাজার টাকা জরিমানা করা যাবে।

(খ) বেআইনীভাবে বিস্ফোরক বিক্রয় ও পরিবহনের জন্য বর্তমানে ৬ মাসের স্থলে সর্বোচ্চ ৭ বছর এবং সর্বনিম্ন ১ বছর কারাদণ্ড হবে। এ ছাড়া ৩০ হাজার টাকা পর্যন্ত জরিমানা করা যাবে।

(গ) বেআইনীভাবে বিস্ফোরক রাখার জন্য বর্তমানে ৩ মাসের স্থলে সর্বোচ্চ ৫ বছর এবং সর্বনিম্ন ৬ মাস কারাদণ্ড হবে। এ ছাড়া ২০ হাজার টাকা পর্যন্ত জরিমানা করা যাবে।

(ঘ) অন্যান্য ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ ২ বছর এবং সর্বনিম্ন ৩ মাস কারাদণ্ড হবে। এ ছাড়া ১০ হাজার টাকা পর্যন্ত জরিমানা করা যাবে।

সূত্র মতে, এসব প্রস্তাবাবলীর প্রেক্ষিতে 'দি এক্সপ্লোসিভ এ্যাক্ট ১৮৮৪' (এ্যাক্ট নং-৪, ১৮৮৪-এর সংশোধনকল্পে একটি খসড়া বিস্ফোরক (সংশোধন) অধ্যাদেশ ১৯৮৭ তৈরী করা হয়েছে।

পর্যবেক্ষকমহল মনে করেন, বিশ্ববিদ্যালয় সংক্রান্ত বিশেষ সংসদীয় কমিটি খসড়া বিস্ফোরক অধ্যাদেশের বিষয়ে একমত হলে বিষয়টি জাতীয় সংসদে উত্থাপন করা হবে।